বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ

ড. হিশাম আল আওয়াদি

অনুবাদক : মাসুদ শরীফ

সম্পাদনা

আবু সাঈদ আল-আযহারি	স্নাতক, ইসলামি শারি'আহ আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়।
নাজিম মাহমুদ	মোহাদ্দিস, জামিয়াতু আমিন মোহাম্মদ আল ইসলামিয়া, আশুলিয়া মডেল টাউন সাভার, ঢাকা।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

বাবা হারানো শিশুদের সামনে কখনো চার বছরের পিতৃহারা শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-কে দাঁড় করিয়েছেন? বাবা-মা হারানো এতিম শিশুর সাথে কখনো কি পাঁচ বছরের এতিম মুহাম্মাদ ﷺ-এর বন্ধুত্ব গড়ে দিতে পেরেছেন? আমাদের টিনএজ প্রজন্ম একুশ শতকের আজকের দিনে এসে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, কিশোর মুহাম্মাদ সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে ঠিক এমনই কিছু চ্যালেঞ্জ সামলিয়েছিলেন দারুণভাবে। তিনি তারুণ্যের সংকট মোকাবিলা করেছেন, তারুণ্যের রক্ত ও শক্তি পরিশীলিত সমাজ গঠনে কাজে লাগিয়েছেন। আজকের তরুণরা সেদিনের যুবক মুহাম্মাদকে পড়ে ইমপ্রেস না-হয়ে পারবেই না! নবুওয়াতের আগেই একজন ক্রিয়াশীল ইফেক্টিভ মানুষ হিসেবে সমাজে জায়গা করে নেওয়া মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ত্রিশের কোঠার টগবগে মানুষগুলোর রোল মডেল না-হয়ে কি পারে? নবুয়্যতের পরের নবিজি ﷺ-এর যাপিত জীবন, কর্মপদ্ধতি আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তো অতুলনীয়, অসাধারণ!

রাসূল ﷺ-এর জীবনকে নানাভাবে লেখা হয়েছে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব কুয়েতের প্রফেসর ড. হিশাম আল আওয়াদি তাঁর 'Muhammad: How He Can Make You Extra-Ordinary' বইয়ের মাধ্যমে এক নতুন ধারায় রাসূল ﷺ-কে উপস্থাপন করেছেন। বইটির মাধ্যমে শৈশবের নবিজিকে দেখিয়ে শিশুদের করণীয় খুঁজে দিতে পারবেন, বাবা-মা তার সন্তানকে প্রতিপালনের ধারণা নিতে পারবেন, তরুণরা তাদের আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপাত্ত খুঁজে পাবেন। উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্টাইল যে কেউ নিজের জীবনে প্রয়োগ করার পথরেখা পাবেন। রাসূল ﷺ-এর মতো নিখুঁত ও স্মার্ট হওয়া হয়তো অনেক কঠিন; এই বই আপনাকে অন্তত তার কাছাকাছি নিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। অসাধারণ এই বই 'বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ' নামে অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই মাসুদ শরীফ। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উত্তম জাযাহ দান করুন।

বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বইটি নিয়ে পাঠকদের আগ্রহ সত্যিই আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। স্যোশাল মিডিয়াতে এই বই নিয়ে কয়েকজন সম্মানিত আলেম সমালোচনা করেছেন, প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আমরা প্রত্যেকটি গঠনমূলক সমালোচনাকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান আলেমের সাথে আলোচনা করে ত্রুটিগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। যারা ভুলগুলো আন্তরিকতার সাথে ধরিয়ে দিয়েছেন,

তাদেরকে হৃদয়ের গহীন থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাব্বুল আলামিন এই প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমরা সচেতনভাবে কোনো ভুল তথ্য উপস্থাপন করতে চাইনি, চাই না। এরপরেও কেউ কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর করলে, আমরা সংশোধন করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে '*গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*' অত্যন্ত গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত। বইটি দ্বীনের মানদণ্ডে আপনার স্মার্টনেস বাড়াতে সামান্যতম সহায়ক হলেও আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

অনুবাদকের কথা

নিখাদ আত্মোন্নয়নমূলক বই। পশ্চিমে এ ধরনের বই প্রচুর। ওখানে এসব বইয়ের কাটতিও থাকে অনেক। বাংলায় সে তুলনায় এই ধরনের বই আঙুলের কড়িতে গোনা যাবে। পশ্চিমা সমাজের বাইরের মেকআপটা নিলেও, ভেতরের সৌন্দর্যটা নিতে বড়ো অনীহা আমাদের।

এধরনের বইগুলো শতভাগ প্র্যাকটিক্যাল বা বাস্তবসম্মত। কীভাবে কী করবেন, কীভাবে নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে উন্নত করবেন তা-ই হাতে-কলমে বলা।

পশ্চিমা বইগুলোতে এসব বলা থাকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গবেষণা এবং তাদের নিজস্ব আদর্শ ও পদ্ধতির আলোকে। কিন্তু এই বইয়ে পশ্চিমা গবেষণার সাথে অভূতপূর্ব মেলবন্ধন হয়েছে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের। আমার জানামতে এরকম বই এটাই প্রথম।

নবিজি ﷺ নবুওয়াত পেয়েছেন চল্লিশ বছর বয়সে। কিন্তু নবি হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়টা ছিল ওনার প্রস্তুতিকাল। এই দীর্ঘ সময় জুড়ে আল্লাহ নিজের হাতে গড়েছেন তাকে। আমি অনেককে দেখেছি, দীর্ঘকাল ইসলাম চর্চা করার পরও নবিজির আদলে নিজেকে পুরোপুরি সাজাতে পারছেন না। খাবারে লবণ কম হলে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া। বাচ্চাকাচ্চাদের সঙ্গে নির্দয় আচরণ। কাজের লোকের সঙ্গে অকথ্য ব্যবহার। বসের সামনে ব্যক্তিত্বহীন হুজুর হুজুর। অধীনস্থের ওপর জোর গলা। খাবারদাবারে নিয়ন্ত্রণ নেই। আচার-ব্যবহারে চলনে-বলনে মাধুর্য নেই। আমরা জানি, নবিজি ব্যক্তিজীবন থেকে সামাজিক জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিলেন পরাকাষ্ঠা। কিন্তু কোথাও বলা হয় না কীভাবে তিনি তা হলেন? দেখানো হয় না আমাদের সময়ে কীভাবে আমরা ওনার পথরেখা অনুসরণ করে স্মার্ট হব।

নবিজি ﷺ কী ছিলেন, তা সবাই কমবেশি জানি। কীভাবে সেই 'কী' হলেন তা জানতে এবং হতে- এই বই হবে আপনার প্রথম ধাপ।

মাত্র ৩ মাসের ব্যবধানে বইটির তৃতীয় সংস্করণ বের হতে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। সম্পূর্ণ নন-ফিকশন ধাঁচের হওয়ার পরও বইটি যে পাঠকমহলে এভাবে সাড়া ফেলেছে, সেটা বেশ অনুপ্রেরণার। আমার লেখক জীবন শুরুর অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিল দ্বীন সম্পর্কে যারা অতটা সচেতন নন, তাদের মাঝে দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। আল্লাহ তায়ালাকে অনেক ধন্যবাদ যে এ বইটির ব্যাপারে অনেক নন-প্র্যাকটিসিং ভাই-বোন আগ্রহ দেখিয়েছেন। দ্বীনের প্রতি তারা হয়তো ততটা সচেতন নন। হয়তো এই বই পড়ে তারা নবিজির জীবনকে জানতে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হবেন। ইসলামকে গৎবাঁধা ধর্মের বাইরে একটা সম্পূর্ণ জীবনবিধি হিসেবে নতুন করে ভাবতে শুরু করবেন। এক কথায় বইটির সাফল্য এখানেই।

মাসুদ শরীফ
masud.xen@gmail.com

লেখকের কথা

জীবনে যারা বিশেষ কিছু হতে চান, এই বইটি তাদের জন্য। বইটির পড়তে পড়তে রাসূল ﷺ-এর জীবনের এমন সব ঘটনা থাকবে, যেগুলো মানুষকে অনুপ্রেরণা দেবে দারুণভাবে। অবলীলায় তারা তাঁকে গ্রহণ করবেন অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে।

বইটিতে তাঁর নবি হওয়ার আগের জীবন বেশি গুরুত্ব পাবে। আমরা দেখব, শিশুকাল থেকে কীভাবে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছেন। টিনএজ বয়সের চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে মোকাবিলা করেছেন। তরুণ বয়সেই কীভাবে সমাজে নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

সাধারণত জীবনীগ্রন্থগুলোতে যেভাবে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয়, এখানে ইচ্ছে করেই সেগুলো সেভাবে বর্ণনা করা হয়নি। এই বইয়ে আমাদের ভাষা অনেকটা ঘরোয়া। অনেকটা সাদাসিধে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে যেসব জীবনী লেখা হয়, সেগুলোর বেশিরভাগে দুটো জিনিস হামেশা পাওয়া যায়; রাসূল ﷺ-এর ৪০ বছরের পরের জীবন আর পাঠকদের মধ্যে তাঁর ব্যাপারে সম্ভ্রম জাগানো।

কিন্তু এ ধরনের লেখনীতে তরুণ পাঠকেরা নিজেদের কমই খুঁজে পায়। বইগুলোতে তাঁকে এতটাই নিখুঁত পুরুষ হিসেবে তুলে ধরা হয় যে, অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করতে বেগ পেতে হয়। তরুণরা অনেক সময়ই তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ সংকটের সাথে রাসূল ﷺ-এর জীবনী মিলিয়ে নিতে পারে না।

অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুব স্পষ্ট করে বলেন–

> 'আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে ভালো ভালো উদাহরণ'। সূরা আহজাব : ২

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, রাসূল ﷺ-এর সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক যতটা কাছের হওয়া উচিত, ততটা হয় না।

শিশুরা কখনো কল্পনাও করতে পারে না, তাদের প্রিয় রাসূল ﷺ একসময় তাদের মতোই শিশু ছিলেন। তিনি খেলেছেন, দৌড়াদৌড়ি করেছেন। টিনএজাররা কখনো ভাবেই না যে, তারা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে দিন পার করছে, রাসূল ﷺ-কে ঠিক এমনই কিছু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে। আমাদের তরুণরা জানে না কীভাবে তিনি পরিবর্তনের সাথে খাপ খেয়ে নিয়েছেন, কীভাবে তিনি অচলাবস্থার নিরসন করেছেন।

এই বইয়ে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ, কৈশোরের মুহাম্মাদ ﷺ এবং নবুয়তের আগের যুবক মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেখবেন ইনশাআল্লাহ।

নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা প্রিয় নেতাকে জীবনের চেয়েও ভালোবাসি। কিন্তু আমরা তাঁকে এমন সম্ভ্রম জাগানিয়া নিখুঁত মানুষ হিসেবে তুলে ধরি যে, আমাদের সময়ে তাঁকে অনুসরণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা কেন যেন রাসূল ﷺ-কে কঠিন করে উপস্থাপন করতে চাই।

এই বইতে পাঠক তাঁর সম্পর্কে এক নতুন চিত্র পাবেন। তারা দেখবেন কীভাবে তিনি আমাদের মতোই, আমরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি, সেগুলোর মোকাবেলা করেছেন। সেগুলোর মোকাবিলায় তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করবেন।

পাঠক আরও খেয়াল করবেন যে, এখানে নিজের জীবন উন্নয়নের ধাপগুলোর বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চিরাচরিত বইগুলোর বর্ণনা ভঙ্গিতে অনেক সময় মনে হয়, আমরা কি আর তাঁর মতো হতে পারব? এ ধরনের হীনমন্যতা দূর করে বাস্তব পদক্ষেপ দেখিয়ে দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য।

পৃথিবীতে মানুষ যতটা নিখুঁত হতে পারে নিঃসন্দেহে রাসূল ﷺ তা-ই ছিলেন। কিন্তু এটা সত্য যে, তিনি ছিলেন মানুষ। মানুষ হিসেবে অনেক সংকট ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। এসব ইস্যুতে প্রিয় নবিজি আর আমাদের মাঝে দারুণ কিছু মিল আছে। আমরা সহজাত উপায়েই নবিজিকে অনুসরণ করতে পারি।

তাঁর ব্যাপারে আমি যেসব কাহিনি উল্লেখ করেছি, সেগুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণিত দলিল থেকে নিয়েছি। অন্যান্য কিছু বইয়েরও সাহায্য নিয়েছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

- আকরাম উমারি। আস-সিরাহ আন-নাবাউইয়াহ আস-সাহিহাহ (নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্ভরযোগ্য জীবনী)।
- মাহদি রিযকুল্লাহ আহমাদ, আস-সিরাহ আন-নাবাউইয়া ফি দাওউল-মাসাদির আল-আসলিয়াহ (আদি উৎসের আলোকে ইসলামের নবির জীবনী)।

আত্মোন্নয়নমূলক বিভিন্ন বইয়ের অনেক বিষয় আমি এখানে নিয়ে এসেছি। বিশেষ করে যেগুলো ইসলামের সাথে খাপ খায়, যেগুলো রাসূল ﷺ-এর জীবনে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে আছে সামাজিক বিচারবুদ্ধি, সৃষ্টিশীলতা, পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া, নেতৃত্ব বিকাশের মতো বিষয়গুলো।

চিরাচরিত জীবনীগ্রন্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইকে দেখাটা ঠিক হবে না। সত্যিকারার্থে এটা ওই শ্রেণিতে পড়ে না। আবার ঠিক আত্মোন্নয়নমূলক বইও না। আমি এই দুই ধরন মিলিয়ে এক অনন্য মিশেল তৈরি করতে চেষ্টা করেছি।

সূচীপত্র

মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিশুকাল **১৭**
মানসিক বিকাশ ১৭
ছয় বছরের নিচে বাচ্চারা ১৮
ভালোবাসার চাহিদা পূরণ ১৯
সন্তানের ওপর ভালোবাসার প্রভাব ২০
কীভাবে শিশুর মানসিক চাহিদা পূরণ করবেন ২০
সন্তানের জন্য বাঁচা ২১
কীভাবে নিজের সন্তানকে অগ্রাধিকার দেবেন ২১
বাচ্চার সাথে সময় কাটানোর মানে কী ২২
মরুশিক্ষা ২২
মরুজীবন ২৩
মরুভূমি থেকে নিয়ে আসা মূল্যবোধ ২৪
আত্মশৃঙ্খলার মূল্য ২৫
বাচ্চাকাচ্চাদের শৃঙ্খলা শেখাবেন কীভাবে ২৬
সামাজিক দক্ষতা শেখা ২৬
খেলাধুলার গুরুত্ব ২৭
ভাষা দক্ষতা ২৮
শিশুর ভাষা দক্ষতা কীভাবে বাড়াবেন ২৯
মায়ের মৃত্যু ২৯
কীভাবে মোকাবিলা করবেন ৩০
মা হারানোর পর ৩০
অপূর্ব বালক ৩১
বাচ্চাদের আত্মবিশ্বাস কীভাবে বাড়াবেন ৩২
নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শৈশব থেকে পাওয়া শিক্ষা ৩৩
মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার **৩৪**
বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ৩৪
বর্ধিত পরিবার ৩৫
রাসূল ﷺ-এর পরিবার ৩৬
কুসাই ৩৭

আবদু মানাফ ৩৭
হাশিম ৩৭
আবদুল মুত্তালিব ৩৭
জমজম আবিষ্কার ৪০
হস্তীবর্ষ ৪১
শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই করুন ৪৩
রাসূল ﷺ-এর পরিবারের নারী সদস্যা ৪৪
রাসূল ﷺ-এর মা-বাবা ৪৪
আমিনা ৪৪
আবদুল্লাহ ৪৫
পরিবারের সুব্যবহার ৪৬
সন্তানকে বর্ধিত পরিবারের সাথে জুড়বেন কীভাবে ৪৭
বর্ধিত পরিবারের বিকল্প ৪৭
রাসূল ﷺ-এর পরিবারের সদস্যগণদের থেকে শিক্ষা ৪৮

মুহাম্মাদ ﷺ-এর চারপাশ ৪৯
আপনার প্রভাব-বলয় বাড়ান ৪৯
নিজের পরিবেশকে ছাঁচ দেওয়া ৫০
মক্কা ৫১
সমাজ ৫২
নারী ৫৪
বিদেশিরা ৫৫
অর্থনীতি ৫৭
বাজার ৫৮
সুক উকাজ ৫৮
বাজারে রাসূল ﷺ ৫৯
প্রভাব বলয় ৬১
মূর্তিপূজা ৬১
আল্লাহর উপাসনাকারীরা ৬২
নিজের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ৬৩
প্রকৃতি বনাম পরিচর্যা ৬৩
রাসূল ﷺ-এর পরিবেশ থেকে আমাদের কী লাভ ৬৪

মুহাম্মাদ ﷺ-এর কৈশোর **৬৫**
আস্থাভাজন হোন ৬৫
টিনএজ ৬৬
ঘরে ভালোবাসা ও সম্মান ৬৭
কিশোরদের সমর্থন দরকার ৬৯
আপনি কীভাবে টিনএজদের ভালোবাসবেন ৬৯
সম্মান ৬৯
কিশোর রাসূল ﷺ-এর সাথে আবু তালিব ৭১
আপনার টিনএজের সাথে আপনার ব্যবহার ৭১
টিনএজ বয়সীদের কীভাবে সম্মান দেখাবেন ৭১
ঘরের বাইরে ৭২
পিয়ার প্রেশার ৭৩
বিবেক ৭৪
উদাহরণ দিয়ে প্যারেন্টিং ৭৫
কীভাবে টিনএজদের বিবেক গড়ে তুলবেন ৭৫
বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ৭৫
কাজ ৭৭
সফর ৭৯
রাসূল ﷺ-এর কিশোর বয়স থেকে ফায়দা..... ৮১
তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ **৮২**
সৃষ্টিশীল হোন ৮২
বাস্তব মডেল ৮৩
রাসূল ﷺ দেখতে কেমন ছিলেন ৮৫
রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিত্ব ৮৬
সৃজনশীলতা ৮৭
কীভাবে সৃজনশীল হবেন ৮৮
সংঘাত নিরসন ৮৯
কীভাবে সংঘাত নিরসন করবেন ৮৯
কাজ ৮৯
নিজের সমাজের সাথে মিশুন ৯০

বন্ধুবান্ধব ৯১
বন্ধু নির্বাচনের সময় যা খেয়াল রাখবেন ৯২
বিয়ে ও পরিবার ৯২
বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ৯৫
ধর্মচর্চা ৯৫
চিন্তাভাবনা ও ব্যস্ত জীবন ৯৬
নিজের জন্য সময় ৯৬
যুবক-তরুণ বয়সে রাসূল ﷺ-এর জীবন থেকে শিক্ষা ৯৮

চল্লিশের কোঠায় মুহাম্মাদ ﷺ ৯৯
পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া ৯৯
৪০ বছরে পরিবর্তন ১০১
আমর আস সুলামি (রা.) ১০৩
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ১০৪
মানুষ কীভাবে বদলায় ১০৫
পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া ১০৬
কুরআনে পরিবর্তন ১০৮
মক্কার সংখ্যাগরিষ্ঠরা এই পরিবর্তনকে কীভাবে দেখেছে ১০৯
মক্কাবাসী যেভাবে পরিবর্তনে বাধা দিয়েছে ১০৯
প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ১১০
নিরাপদ পরিবেশ ১১১
নিজের পরিস্থিতি বদলান ১১১
ইথিওপিয়া ১১২
দৃষ্টিভঙ্গি বদলান ১১৩
রাসূল ﷺ-এর জীবনের মূল ঘটনা ১১৩
দ্বন্দ্ব ১১৩
যোগাযোগের মাধ্যমে বদল ১১৪
পরিবর্তনের উপকরণ ১১৪
হিজরত ১১৫
নবিজির চল্লিশের কোঠার জীবন থেকে আমরা কী শিখতে পারি ১১৬

পঞ্চাশের কোঠায় রাসূল ﷺ ১১৭
নেতৃত্ব গুণ ১১৭
মদিনা ১১৮
যোগ্য নেতৃত্ব ১১৯
বাস্তব নেতৃত্বের ভিত্তি ১২০
মদিনাবাসী ১২১
সম্পর্ক বদল ১২১
পরিবর্তনের পথে ১২২
কীভাবে পরিবর্তনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন..... ১২২
নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ ১২৩
বাগড়া-বাঁধানো দল ১২৪
ভিন্নমতাবলম্বী লোকজন ১২৪
দ্বন্দ্ব নিরসন ১২৫
বদরের যুদ্ধ ১২৫
উহুদ পাহাড় ১২৬
নেতৃত্ব শিক্ষা (এক) ১২৭
পরিখার যুদ্ধ ১২৮
নেতৃত্ব শিক্ষা (দুই) ১২৯
অবরোধ ১৩০
শান্তি ১৩০
কীভাবে অন্যদের রাজি করাবেন..... ১৩১
অচলাবস্থা নিরসন ১৩২
প্রতিপক্ষকে কীভাবে বোঝাবেন ১৩৩
মক্কায় প্রবেশ ১৩৩
নিজের প্রভাব বাড়ান ১৩৩
নবি ﷺ জীবনের শেষ পর্যায় ১৩৪
রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বগুণ থেকে ফায়দা ১৩৫
রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকাল..... ১৩৬

আপনার মিশন শুরু ১৩৭
প্রান্তটীকা ১৩৯
বিবলিওগ্রাফি..... ১৪১

মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিশুকাল

সাধারণত বাচ্চাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে প্রথম ছয় বছরে। এ সময়টাতে তাদের যথেষ্ট ভালোবাসা আর মনোযোগ প্রয়োজন। 'কোয়ালিটি টাইম' বা মানসম্পন্ন সময় বলে আমরা একটা বিষয় জানি। আমাদের ব্যস্ত জীবন আর ক্রমাগত সব মনোযোগ বিঘ্ন করা বিষয়ের মাঝে শিশুদেরকে আরও বেশি সময় দিতে হবে। যত্ন নিতে হবে। বিধবা মা আমিনার আলিঙ্গন, চুমু আর মায়াভরা হাসির মধ্য দিয়ে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবেগী প্রয়োজনগুলো পূরণ হয়েছে। শিশুদের জন্য এমন আনন্দ-উত্তেজনাময় পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা জীবনের জরুরি দক্ষতা অর্জন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে সেটা ছিল মরুপ্রান্তর। আমাদের জন্য তা হতে পারে স্কুল, দিবা সেবাকেন্দ্র, রিডিং ক্লাব, আত্মীয়স্বজনের বাসা বা শিশুকেন্দ্রিক ফিটনেস সেন্টার।

মানসিক বিকাশ

ছয় বছর বয়স পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মায়ের সঙ্গে ছিলেন। মা মারা যাওয়ার পর প্রথমে দাদা আবদুল মুত্তালিব এবং পরে চাচা আবু তালিবের সাথে থাকেন। একটি শিশুর বেড়ে উঠার জন্য যে ধরনের আদর, ভালোবাসা ও যত্ন দরকার ছিল, তার সবই তিনি তাঁদের কাছে পেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, মরুভূমির কঠিন পরিবেশ তাঁকে দিয়েছে জীবনমুখী নানা দক্ষতা অর্জনের উৎসাহ।

শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে প্রথম ছয় বছরে। প্রথম বছরে শিশুর মধ্যে অনুভূতি জন্মলাভ করে। দ্বিতীয় বছর থেকে তার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। তৃতীয় বছরে বাচ্চারা অন্যের সাথে ভাববিনিময় করতে শেখে। চতুর্থ বছর থেকে ধীরে ধীরে তারা হয়ে উঠে আত্ম-নির্ভরশীল। পঞ্চম আর ষষ্ঠ বছরে তারা নিজেদের চাওয়া-পাওয়াগুলো তুলে ধরতে শেখে। এসময় নিজেদের আবেগ-অনুভূতিগুলো আরও ভালোভাবে প্রকাশ করতে শেখে। শিশুদের এই ছয় বছরের ব্যাপারগুলো একটি চার্টে আমরা দেখব।

প্রথম বছর	অনুভূতি জন্মলাভ করে।
দ্বিতীয় বছর	শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে।
তৃতীয় বছর	অন্যের সাথে ভাববিনিময় করতে শেখে।
চতুর্থ বছর	আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করে।
পঞ্চম বছর	চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরতে শেখে।
ষষ্ঠ বছর	চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরতে শেখে।